দৈনিক
ইত্তেফাক

19 MAY 2017
১৪ ২

—ইত্তেফাক

ফরিদগঞ্জ (চাঁদপুর): রূপসা আহম্মদিয়া উচ্চ বিদ্যালয়

শিক্ষার আলো ছড়াচ্ছে শতবর্ষী রূপসা আহম্মদিয়া উচ্চ বিদ্যালয়

■ মো. মহজিউদ্দিন, ফরিদগঞ্জ (চাঁদপুর) সংবাদদাতা

ফরিদগঞ্জ উপজেলার রূপসা আহম্মদিয়া উচ্চ বিদ্যালয় ১০৪ বছর ধরে শিক্ষার আলো ছড়াচ্ছে। বিদ্যালয়টি শিক্ষা, ক্রীড়াসহ সকল ক্ষেত্রেই সাফল্য পেয়েছে।

বিদ্যালয়টি তৎকালীন সময়ের মেঘনা নদীর পূর্ব পাড়ের ঐতিহ্যবাহী জমিদার বংশের প্রয়াত আহম্মদ গাজী চৌধুরী, আ. লতিফ চৌধুরী ও আ. হাই চৌধুরীর উদ্যোগে ১৯১৩ সালে পাঁচ একর ৪০ শতক জমির উপর উপজেলার রূপসা গ্রামে জ্ঞানের আলো ছড়াতে প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে ১৯১৫ সালে বিদ্যালয়টি স্বীকৃতি লাভ করে। বিদ্যালয়ের প্রথম প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেছেন রাজেন্দ্র বাবু। এ পর্যন্ত ১৫ জন প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেছেন। তার মধ্যে দীর্ঘ ৩৫ বছর দায়িত্বে ছিলেন প্রধান শিক্ষক নূরুল ইসলাম।

বর্তমানে বিদ্যালয়টিতে তিনটি ভবনে ১৪টি শ্রেণিকক্ষে শিক্ষা কার্যক্রমসহ সহস্রাধিক ছাত্র/ছাত্রী পড়াশুনা করছে। আর এদের পাঠদানে রয়েছেন অভিজ্ঞ ১৭ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা। বিদ্যালয়টিতে জমিদার বংশের উত্তরসুরি ছৈয়দ নসরুল্যাহ চৌধুরী বিগত তিন যুগ ধরে টানা সমালোচনার উর্ধ্বে থেকে সুষ্ঠু ও সুচারু ব্যবস্থাপকের(সভাপতির) দায়িত্ব পালন করে আসছেন। বিদ্যালয়টি জেএসসি ও এসএসসিতে প্রতিবছর সন্তোসজনক ফলাফলের পাশাপাশি ২০১০ সালে কুমিল্লা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডে ১০ম মেধা তালিকায় স্থানের গৌরব অর্জন করে।

শতবর্ষ পেরিয়ে যে বিদ্যাপীঠ

রূপসা আহম্মদিয়া উচ্চ বিদ্যালয়

পরবর্তীতে ১৯১৫ সালে বিদ্যালয়টি স্বীকৃতি লাভ করে। বিদ্যালয়ের প্রথম প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেছেন রাজেন্দ্র বাবু। এ পর্যন্ত ১৫ জন প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেছেন

জ্ঞানের বাতিঘর এ বিদ্যালয়টির কিছু বিশেষ দিক রয়েছে এরমধ্যে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে স্মার্ট কার্ডের মাধ্যমে ডিজিটাল হাজিরা পদ্ধতি, রয়েছে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব, শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে আর্নিং ও লার্নিং ব্যবস্থা, নিয়মিত প্রজেক্টরের মাধ্যমে ডিজিটাল পাঠদান পদ্ধতির প্রয়োগ, ছাত্র/ছাত্রী ও শিক্ষকদের জন্য ক্যান্টিন, রয়েছে বিজ্ঞানাগার এবং উপজেলার সর্ববৃহৎ দৃষ্টিনন্দন খেলার মাঠ।

বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের মধ্যে রয়েছেন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বাসদের কেন্দ্রীয় সভাপতি খালেকুজ্জামান ভুঁইয়া, কবি ও লেখক মো. কামরুজ্জামান ভুঁইয়া, সাবেক উপ-সচিব বদিউল আলম, ব্যাংকার আনিছুর রহমান, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মো. কবির হোসেন প্রমুখ।

উপজেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ প্রধান শিক্ষকের গৌরব অর্জনকারী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. বশির আহম্মদ বিএসসি জানান, দাতা সদস্য জমিদার পরিবারের সদস্য উদীয়মান তরুণ সমাজ সেবক ছৈয়দ মেহেদী হাসান চৌধুরীর অনুপ্রেরণায় বিদ্যালয়টি একটি শিক্ষা কমপ্লেক্স হিসাবে সফলতার পথে চলছে। তবে বিদ্যালয়ে একটি বহুতল ভবন দরকার। প্রতিষ্ঠাকালীন শতবর্ষী টিনশেড ভবনটি পরিত্যক্ত ও জরাজীর্ণ হওয়ায় ঝুঁকির মধ্যে পাঠদান কার্যক্রম চলছে। তিনি আরো জানান, শিক্ষক-শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও এলাকার সকল শ্রেণি ও পেশার মানুষের সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠানটি এ এলাকায় সুদীর্ঘকালব্যাপী সুনাম এবং সুখ্যাতির সঙ্গে শিক্ষার আলোর বাতিঘর হিসাবে জ্ঞানের আলোকবর্তিকা ছড়িয়ে চলছে।